প্রকল্পঃ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট

উপপ্রকল্পঃ পরিবেশবান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ

মহিষের ডিজিজ ক্যালেন্ডার

মহিষ সুস্থ থাকার লক্ষণ সমূহ

মহিষের রোগ হওয়ার কারণ

মহিষের কৃমি প্রতিরোধ

কৃমি আক্রান্ত মহিষের লক্ষণ

- ধীরে ধীরে মহিষের ওজন কমতে থাকবে।
- মহিষের গায়ের লোম উষ্ক খুষ্ক থাকবে।
- খাওয়ার রুচি কমে যাবে।
- গোবর কখনো নরম/শক্ত হবে।
- দুধ উৎপাদন কমে যাবে।
- সঠিক সময়ে গাভী গরম হবে না।
- চোখ দিয়ে পানি পড়বে।
- গোবরের সাথে কৃমি বের হবে।

কৃমি প্রতিরোধ

কৃমিনাশক বোলাস পানিতে বা কোন খাদ্যের সাথে মিশিয়ে (যেমনঃ চিটাগুড় বা গুড় বা কলা পাতার সাথে মিশিয়ে) সরাসরি মহিষের মুখে খাওয়াতে হবে। মহিষের দৈহিক ওজনের উপর ভিত্তি করে কৃমিনাশক বোলাসের সংখ্যা নির্নয় করতে হবে। এক্ষেত্রে খামারী নিম্নোক্ত সারণি অনুসরন করতে পারেন-

ক্রমিক নং	মহিষের ওজন	বোলাস সংখ্যা	ক্রমিক নং	মহিষের ওজন	বোলাস সংখ্যা
১	২১-৪০ কেজি	১/২ টি	৫	২২৬-৩০০ কেজি	৪ টি
২	৪১-৭৫ কেজি	১ টি	৬	৩০১-৩৭৫ কেজি	৫ টি
৩	৭৬-১৫০ কেজি	২ টি	৭	৩৭৬-৪৫০ কেজি	৬ টি
৪	১৫১-২২৫ কেজি	৩ টি	৮	৪৫১-৬০০ কেজি	৭/৮ টি

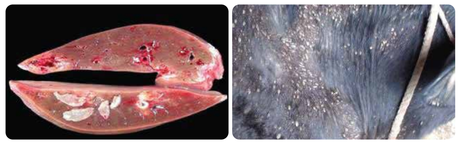

চিত্রঃ পরজীবী আক্রান্ত মহিষ

মহিষের টিকা প্রদান ও সময় সূচী

টিকা প্রদানে বিবেচ্য বিষয় সমূহ

- আবশ্যই সুস্থ সবল মহিষে টিকা দিতে হবে।
- প্রতিটি রোগের টিকার ডোজ সম্পন্ন করতে হবে এবং সময়মত টিকার বুস্টার ডোজ নিশ্চিত করতে হবে।
- মহিষ অসুস্থ হওয়ার পূর্বেই টিকা দিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই অসুস্থ মহিষকে টিকা দেওয়া যাবেনা।
- দিনের শীতলতম সময়ে টিকা দিতে হবে।
- টিকা দেওয়ার পূর্বেই টিকার মেয়াদ দেখে নিতে হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা ব্যবহার করা যাবে না।
- দক্ষ টিকা প্রদানকারীর মাধ্যমে টিকা দিতে হবে।

টিকা প্রদানের উপযুক্ত সময়

বর্ষার আগে মার্চ ও এপ্রিল মাসে (বাংলা চৈত্র ও বৈশাখ) এবং বর্ষার পরে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে (বাংলা কার্তিক ও অগ্রহায়ন মাসে) টিকা দিতে হবে।

টিকা প্রদানের সময় সূচী

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা প্রয়োগের বয়স	টিকার মাত্রা ও টিকা প্রয়োগের স্থান	টিকার উৎস	বছরে প্রদান
ক্ষুরা	এফ এম ডি ট্রাইভ্যালেন্ট	৪ মাস বা তার বেশি	২ থেকে ৬ মিলি চামড়ার নিচে	সরকারি ও বেসরকারি	২
তড়কা	এন্থ্রাক্স	৬ মাস বা তার বেশি	১ মিলি চামড়ার নিচে	সরকারি	১
বাদলা	বিকিউ	৬ মাস বা তার বেশি	৫ মিলি চামড়ার নিচে	সরকারি	১
গলাফুলা	এইসএস	৬ মাস বা তার বেশি	২ মিলি চামড়ার নিচে	সরকারি	১

চিত্রঃ মহিষের টিকা প্রদান

মহিষের গুরুত্বপূর্ণ রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ

ক্ষুরা রোগ (সারা বছর, তবে জৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাসে এর প্রকোপ বেশী)

জানুয়ারী	এপ্রিল	জুলাই	অক্টোবর
ফেব্রুয়ারী	মে	আগস্ট	নভেম্বর
মার্চ	জুন	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর

লক্ষণঃ

- প্রথম অবস্থায় আক্রান্ত মহিষের তীব্র জ্বর হয় (শরীরের তাপ মাত্রা ১০৩ থেকে ১০৭ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত হতে পারে)।
- মুখ, জিহ্বা, ওলান এবং দুই ক্ষুরের মাঝে ফোঁস্কা হয়, যা এই রোগের প্রধান লক্ষণ।
- মুখ দিয়ে লালা পড়ে।
- ছোট বাছুরের ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মারা যেতে পারে।

প্রতিকারঃ

- পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট মিশ্রিত পানি দিয়ে দৈনিক ৩ বার মুখ ও পায়ের ক্ষত ধুয়ে ফেলতে হবে।
- মুখ ধোঁয়ার পর বোরোগ্লিসারিন, মধু বা নারিকেল তেল ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ক্ষতে তারপিন তেল লাগানো যায় যা ক্ষতে মাছি, মশা এবং পোকার আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করবে।
- এন্টিবায়োটিক বা সালফার ড্রাগ জাতীয় ইঞ্জেকসন প্রয়োগ করলে মহিষ দ্রুত আরোগ্য লাভ করা যায়।

প্রতিরোধঃ

☆ সুস্থ মহিষকে নিয়মিত (বছরে ২ বার) এফএমডি ট্রাইভ্যালেন্ট টিকা দিতে হবে।
☆ অসুস্থ মহিষকে সুস্থ মহিষ থেকে আলাদা রাখতে হবে এবং মাঠে চড়ানো যাবে না।
☆ মহিষকে সব সময় শুকনো স্থানে রাখতে হবে।
☆ অসুস্থ মহিষের বিছানা ও খাদ্যের অবশিষ্ট পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
☆ যে সকল ব্যক্তি অসুস্থ মহিষের পরিচর্যা করেন, তাদের কাপড়-চোপড় গরম পানি বা কাপড় কাঁচার সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

মৃত্যুর পর করণীয়ঃ

মৃত পশুকে যেখানে সেখানে না ফেলে কম পক্ষে ৬ ফুট মাটির গর্ত করে চুন দিয়ে পুতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

গলা ফুলা রোগ (সারা বছর, তবে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসে এর প্রকোপ বেশী)

জানুয়ারী	এপ্রিল	জুলাই	অক্টোবর
ফেব্রুয়ারী	মে	আগস্ট	নভেম্বর
মার্চ	জুন	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর

লক্ষণঃ

- আক্রান্ত মহিষের শরীরে কাঁপুনিসহ ১০৪-১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত জ্বর হয়।
- নাক দিয়ে সর্দি ও চোখ দিয়ে পানি পড়ে।
- বেশীর ভাগ সময় গলার নিচে, চোয়াল ও মাথা ফুলে যায়।
- জিহ্বা ফুলে যায় ও লাল হয়ে যায়, ফলে মহিষ জিহ্বা বের করে হাঁ করে শ্বাস নিয়ে থাকে।

প্রতিকারঃ

সময় মত প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সালফার ড্রাগ বা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবিয়োটিক ইঞ্জেকশন আক্রান্ত মহিষের শিরায় প্রয়োগ করলে মহিষ ভাল হয়ে যেতে পারে।

প্রতিরোধঃ

☆ সুস্থ মহিষকে নিয়মিত (বছরে ১ বার) এইসএস টিকা দিতে হবে।
☆ রোগাক্রান্ত মহিষকে সুস্থ মহিষ থেকে আলাদা রাখতে হবে।
☆ বর্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই রোগ বেশি হয়, তাই এ সময়ে মহিষের খাদ্যের প্রতি বেশি নজর রাখতে হবে।

মৃত্যুর পর করণীয়ঃ

মৃত পশুকে যেখানে সেখানে না ফেলে কম পক্ষে ৬ ফুট মাটির গর্ত করে চুন দিয়ে পুতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

বাদলা/বিকিউ রোগ (সারা বছর, তবে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসে এর প্রকোপ বেশী)

জানুয়ারী	এপ্রিল	জুলাই	অক্টোবর
ফেব্রুয়ারী	মে	আগস্ট	নভেম্বর
মার্চ	জুন	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর

লক্ষণঃ

- সাধারনত ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের মহিষে এ রোগ বেশি হয়।
- আক্রান্ত মহিষের শরীরের বিভিন্ন স্থান বিশেষ করে পিছনের মাংস পেশী বহুল অংশ ফুলে যায় এবং চাপ দিলে পচপচ শব্দ হয়।
- আক্রান্ত অংশের মাংস কালচে হয়ে যায় এবং পচন ধরে।
- রোগ ১-৪ দিন দ্রুতই হয় এবং অবশেষে রোগাক্রান্ত মহিষ দুর্বল হয়ে মারা যায়।

প্রতিকারঃ

সালফার ড্রাগ বা উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন আক্রান্ত মহিষের শিরায় প্রয়োগ করলে মহিষ ভাল হয়ে যেতে পারে।
এছাড়া ফোলা স্থানে গরম ছেক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা কেটে দিলে রোগের প্রখরতা কমে যায়।

প্রতিরোধঃ

☆ সুস্থ মহিষকে নিয়মিত (বছরে ১ বার) বিকিউ টিকা দিতে হবে।
☆ রোগাক্রান্ত মহিষকে সুস্থ মহিষ থেকে আলাদা রাখতে হবে।

মৃত্যুর পর করণীয়ঃ

মৃত পশুকে যেখানে সেখানে না ফেলে কম পক্ষে ৬ ফুট মাটির গর্ত করে চুন দিয়ে পুতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

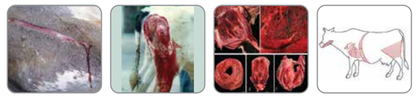

তড়কা/এন্থ্রাক্স রোগ (সারা বছর, তবে বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাসে এর প্রকোপ বেশী)

জানুয়ারী	এপ্রিল	জুলাই	অক্টোবর
ফেব্রুয়ারী	মে	আগস্ট	নভেম্বর
মার্চ	জুন	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর

লক্ষণঃ

- আক্রান্ত মহিষের দেহের তাপ মাত্রা বেড়ে যায়, শরীর কাঁপতে থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়।
- মহিষ আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে এবং শরীর খিচুনী দিয়ে মারা যায়।
- রোগের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে মল কাল হয়ে আলকাতরার মত হয়ে যায়।
- মরার পর নাক, মুখ ও পায়ু পথ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে।

প্রতিকারঃ

সময় মত প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধঃ

☆ সুস্থ মহিষকে নিয়মিত (বছরে ১ বার) এন্থ্রাক্স টিকা দিতে হবে।
☆ রোগাক্রান্ত মহিষকে সুস্থ মহিষ থেকে আলাদা রাখতে হবে।

মৃত্যুর পর করণীয়ঃ

মৃত পশুকে যেখানে সেখানে না ফেলে কমপক্ষে ৬ ফুট মাটির গর্ত করে চুন দিয়ে পুতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষ ক্রিয়া (ফালগুন থেকে জৈষ্ঠ মাসে এ রোগের প্রকোপ বেশি থাকে)

জানুয়ারী	এপ্রিল	জুলাই	অক্টোবর
ফেব্রুয়ারী	মে	আগস্ট	নভেম্বর
মার্চ	জুন	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর

কারণঃ

✲ দীর্ঘ দিন ধরে অনাবৃষ্টির পর হঠাৎ অতিবৃষ্টি হলে দ্রুত বর্ধনশীল উড়ি ঘাস, হেলেঞ্চা ও দুর্বা ঘাস ইত্যাদিতে অধিক নাইট্রেট জমা হতে থাকে। এ অপরিপক্ব ঘাস মহিষ হঠাৎ বেশি পরিমাণে খেলে এ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে এবং হঠাৎ করে মারা যেতে পারে। এ ধরনের সমাস্যা সাধারনত নীচু জলাভূমিতে জন্মানো ঘাসে বেশী হয়ে থাকে।

লক্ষণঃ

- লালাক্ষরণ, পেটব্যাথা, ডায়রিয়া এবং বমি দেখা দেয়।
- দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ও হাঁপানিসহ শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- আক্রান্ত মহিষ মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং খিঁচুনি হয়।
- আক্রান্ত মহিষ বারবার মূত্র ত্যাগ করে।
- গর্ভাবস্থায় থাকলে গর্ভপাত হতে পারে।
- চিকিৎসা না করলে আক্রান্ত হওয়ার ১২-১৪ ঘন্টার মধ্যে মহিষ মারা যেতে পারে।

প্রতিরোধঃ

☆ দীর্ঘ দিন অনাবৃষ্টির পরে হঠাৎ অতিবৃষ্টিপাত হওয়ার পর চরে জন্মানো দ্রুত বর্ধনশীল অপরিপক্ব ঘাস মহিষকে খাওয়ানো থেকে বিরত রাখতে হবে।
☆ ঘাস পরিপক্ব হওয়ার পর খাওয়াতে হবে।
☆ কাচা ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।
☆ মহিষকে নিয়মিত দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

চিকিৎসাঃ

- মিথিলিন ব্লু প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৮.৮ মিলিগ্রাম এই হিসেবে ১% নরমাল স্যালাইন সল্যুশন প্রস্তুত করে মহিষের শিরায় দিলে ২ ঘন্টার মধ্যে সুফল পাওয়া যায়। তবে প্রয়োজনে ৬-৮ ঘন্টা পর পর এই ইঞ্জেকশন দেয়া যেতে পারে।
- তরল প্যারাফিন খাওয়ানো যেতে পারে।